R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No:—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of our toil
NIRMA
"Piyal Kunja"
Kamal Kumar Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে গুণ্ডামীর অভিযোগ

গনকর : মির্জাপুর অঞ্চলের প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান কংগ্রেসের সৈয়দ হাবিবুল্লাহ আমাদের দপ্তরে এক লিখিত অভিযোগে জানান, রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্মল মুনিয়ার নেতৃত্বে বেশ কিছু সি পি এম সমর্থিত গুণ্ডা বাছুরাইল গ্রামে সামাইল সেখের বাড়ী ঘেরাও করে ও বোমা ফাটায়। সামাইল প্রাণ ভয়ে মাঠের দিকে পালাতে গেলে নির্মল মুনিয়ার নির্দেশে তাঁকে ধরে এনে লাঠি ও ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাঁর দেহে আঘাত করা হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে মৃত মনে করে ফেলে দেওয়া হয়। জানা যায় এর মূলে রয়েছে সামান্য এক মাছ ধরার ঘটনা। গত ১ সেপটেম্বর সামাইলের পুকুরে ঐ গ্রামের সমন মাল ও বাবলু মাল ছিপে মাছ ধরছিল। তাঁদের বাধা দিতে গেলে গোলমাল বাধে। সামাইল কংগ্রেস সমর্থনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল। সে কারণেই শেষ পর্যন্ত সি পি এম কংগ্রেস সংঘর্ষে এই ঘটনা মোড় নেয়। এবং মারপিট বোমাবাজি চলে। সাংঘাতিকভাবে আহত সামাইলকে নিয়ে এসে রঘুনাথগঞ্জ থানায় এফ আই আর করেন প্রাক্তন প্রধান হাবিবুল্লাহ। কিন্তু থানা কোন ব্যবস্থা নেয় না। এমন কি এস ডি পি ও অনুসন্ধান করলে থানা এফ আই আর হয়নি বলে জানায়। বাধ্য হয়ে সামাইল সেখকে জঙ্গিপুর কোর্টে মামলা করতে হয়। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হয়নি। থানা এই (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাকঘর থেকে রহস্যজনকভাবে টাকা উধাও !

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় বড় ডাকঘরে গত ৮ সেপটেম্বর অফিস চলাকালীন আর ডি ও মনিঅর্ডার কাউন্টারের ড্রয়ার থেকে ৩৭০০ টাকা রহস্যজনকভাবে উধাও হওয়ার খবর শহরে চাঞ্চল্য আনে। খবর, কাউন্টারে কর্মরতা করণিক ইতি সাহা বেলা প্রায় পৌনে একটা নাগাদ ড্রয়ার টেনে দেখেন তাতে টাকা নেই। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু চেক করে দেখা যায়, ৩৭০০ টাকার মত একশ টাকার নোট উধাও হয়েছে। আরোও জানা যায় অফিসের ভারপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার সন্দেহক্রমে স্থানীয় এক প্রাইমারী স্কুলের হেড মাষ্টার ও স্মল সেভিংস এজেন্ট শহরের জনৈক ব্যক্তিকে স্কুল থেকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর উপর টাকা চুরির অভিযোগ তোলেন ও টাকা দিয়ে দিতে বলেন। তিনি প্রতিবাদ করলে তাঁকে যেতে না দিয়ে অন্যান্য কয়েকজন কর্মীর সাহায্যে অফিসে বেলা ৩টা পর্যন্ত আটকিয়ে রেখে সকলে মিলে অপমানজনক কথা-বার্তা বলেন। শেষমেশ ইতি সাহার বাবা খোয়া যাওয়া টাকা জমা দেন বলে খবর। স্থানীয় বড় ডাকঘরে এই ঘটনা নতুন নয়। এর পূর্বে এখানে বহু টাকার মনিঅর্ডার ফরম চুরির ঘটনা ঘটে। কিছুদিন পূর্বে মনিওর্ডার জালিয়াতি, লেজার চুরি প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনায় অফিসে প্রশাসন বলতে যে কিছু নেই তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিভাগীয় প্রশাসনও এ সব বিষয়ে কোন সক্রিয় অনুসন্ধান বা ব্যবস্থা না নেওয়ায় অপরাধীরা প্রশ্রয় পাচ্ছে বলে স্থানীয় মানুষদের ধারণা। এ সম্বন্ধে আমাদের পত্রিকায় বার বার বিভিন্ন (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বড়দার লেজুর ব্যক্তিত্বহীন দলে থাকা মূল্যহীন

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় থানার ফ্রেজারনগরের অধিকাংশ মানুষ দীর্ঘকাল ধরে আর এস পি দল করে আসছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় যখন আর এস পির রমরমা সেই যুগ থেকে এঁরা আর এস পির সমর্থক। কিন্তু বেশ কয়েক মাস থেকে ফ্রেজারনগরের মাটি দখলের চেষ্টায় সি পি এম প্রশাসনের সহায়তায় গ্রামে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ফ্রেজারনগরের মানুষ সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে আর এস পি সংগঠনকে এখানে মজবুত রেখেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে নিজ দলের নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা তাঁদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। জনৈক গ্রামবাসী ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন প্রশাসনের নীরবতার জন্য তাঁরা কিছু মনে করেন না। কেননা সেটা স্বাভাবিক। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে খুশি করতে তো তাঁরা চাইবেনই। কিন্তু তাঁরা নিজ দলের নেতাদের ব্যবহার দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। "বড়দার লেজুর" এবং ব্যক্তিত্বহীন দলের সদস্য হয়ে থাকা মূল্যহীন (শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

চোলাই মদ খেয়ে মৃত্যু

সাগরদীঘি : এই থানার মনিগ্রামে প্রায় ৫/৬ বাড়ীতে মদ চোলাই ও বিক্রি হয় বলে জানা যায়। খবর, এই চোলাই খেয়ে গত ৮ সেপটেম্বর মনিগ্রামের শিবচরণ সর্দার (২৫) মারা যায়। এর পূর্বেও চাঁদপাড়া ও মনিগ্রামের কোড়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের কয়েকজন শরীর শুকিয়ে যাওয়া রোগে মারা যায়। ডাক্তারদের সন্দেহ এদের মৃত্যুর কারণ এই চোলাই মদ। গ্রামবাসীরা গণ দরখাস্ত দেওয়া সত্ত্বেও আবগারী বিভাগ থেকে চোলাই মদের কারবার বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নম ঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ভাদ্র বুধবার ১৩৯৬ সাল

অভিশাপ-জর্জরতা

বর্তমানে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের অভিশপ্ত জীবনের কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় দফার এক মহাভারত রচিত হইতে পারে। বস্তুত কোন ব্যাসদেবকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, নহিলে তাহা বোধ করি, সম্ভব হইত।

দৈনন্দিন জীবন ধারণের আবশ্যিক দ্রব্যাদি দিনের পর দিন ক্রয়ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। তবু রাজ্যবাসী বাঁচিয়া আছেন বা বাঁচিয়া থাকিবার সাবিক প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি করিতেছে না। একান্ত প্রয়োজনের চাল-গম রাজনীতির যমের খপ্পরে পড়িয়াছে। কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য। জিনিসপত্র অভ্রভেদী দরের জয়তিলক পরিয়াছে। বিষাক্ত তেল খাইয়া মানুষ কাতরাইতেছে।

তথাপি দিন যাইতেছে। মানুষের কাজ-কর্ম্ম চলিতেছে। বন্‌ধের দৌলত দেশের দৌলত ছিনাইয়া লইতেছে। পক্ষে বিপক্ষে তরজা সকলের কর্ণগোচর হইয়াছে। বন্‌ধের অচলায়তন অন্যদিককে গতিশীল করিয়াছে। কর্মে যোগদানেচ্ছু মানুষ সংঘর্ষের পাল্লায় পড়িয়াছে। গতিশীলতা প্রাণেরই লক্ষণ। না খাইয়া বা অখাদ্য খাইয়াও এমন প্রাণের স্ফুর্ততা সত্যই অভাবনীয়।

আর রাজনীতির 'খেয়োখেয়ি' ত আমাদের মজ্জায় মজ্জার প্রবেশ করিয়াছে। খোদ কলিকাতার নানা অঞ্চলে দলীয় রাজনীতির সংঘর্ষ আজ অতি সুলভ। ক্ষেত্রবিশেষে এই সংর্ঘষ-সন্ত্রাসের পশ্চাতে বৃহত্তর উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং তাহা যে রাজনৈতিক মুনাফা লুটিবার জন্য সুপরিকল্পিত প্রয়াস, ইহা এক রকম 'ওপেন সিক্রেট'। আধুনিক খুনের বেশ একটা সুবিধা এখন মিলিয়াছে। সমাজ-বিরোধীর কাজ বলিয়া দিলেই সব দায়িত্ব খালাস।

খুনোখুনি, সংঘর্ষ, হাসপাতালে শিশুমৃত্যু, জিনিসের দর বা দুষ্প্রাপ্যতা, সাংবাদিক নিগ্রহ ইত্যাদি যাহা এখন সামাজিক অভিশাপের এক একটি উৎকট রূপ, তাহার জন্য রাজ্য-বাসীকে শান্তির ললিতবাণী শুনান যে হয় না, তাহা নয়, তবে উহাতে প্রকৃত আশ্বাস কিছু মিলে না।

অভিশাপের নবতম সংযোজন কলিকাতা ফুটপাথে নিদ্রিত মানুষ হত্যা। গত কয়েক মাস যাবৎ এই হত্যালীলা সংঘটিত হইতেছে। নিহতেরা এই পর্যন্ত ভিখারী শ্রেণীর। হত্যার অভিনবত্ব এই যে, পাথরে মাথা থেঁতলাইয়া মানুষ মারা হইতেছে এবং তাহা গভীর রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায়। নিহত মানুষের কাছে পাথরখানি নাকি ফেলিয়া রাখা হইতেছে। বড় রাস্তার ফুটপাথে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান-গুলিতে এই হত্যাকাণ্ড চলিতেছে। পশ্চিম-বঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। কিন্তু এই বিচিত্র খুনের কিনারা তাঁহারা করিতে পারিতেছেন না। তবে কি বুঝিতে হইবে যে নগণ্য ব্যক্তির খুন আর এমন কি, ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ? যদি তাহা হয়ও, তবু খুনের যে বৈশিষ্ট্য, তাহার জন্য কেন খুনীর হদিস মিলিতেছে না, বুঝা যাইতেছে না। ইহাতে গোয়েন্দা বিভাগের মুখোজ্জ্বল হইতেছে না সত্য, কিন্তু ফুটপাথ-বাসীরা যে দিশাহারা অবস্থায়, তাহা অনস্বী-কার্য নহে।

কংগ্রেসে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও আসন্ন নির্বাচন

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ঃ লোকসভা নির্ব্বাচন ঘনিয়ে আসছে। সর্বত্র আজ সাজ সাজ রব। অথচ—কংগ্রেস (ই) মুর্শিদাবাদ জেলা তথা সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত। এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি ও ও কামড়াকামড়িতেই ব্যস্ত। গ্রামে, শহরে সর্বত্র কংগ্রেস সমর্থকরা মার খাচ্ছে নানাভাবে হেনস্থা হচ্ছে—তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কংগ্রেস (ই) কে ক্ষমতায় ফিরে আসতে হলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। নতুন নেতা চায়। চায় নতুন কার্য-নির্বাহক কমিটি—যাদের পায়ের তলায় মাটি আছে। সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্ক ব্লকে সভাপতি চায় বিতর্কের ঊর্দ্ধে। সর্বজন স্বীকৃত একজন হোলটাইমার নেতা চায়, হোলটাইমার নেতা চায় গ্রামগঞ্জে ! সে সংগঠন নিয়ে লাল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে তা হলেই ফিরে আসবে কংগ্রেস (ই)র সুদিন। কেউ ব্যক্তি স্বার্থে সংগঠনকে ব্যবহার করতে পারবে না। যেমন—পাল্টা, যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ, বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন ইত্যাদি। কার বাবা, কার জ্যাঠা, কার দাদু কোনকালে শক্তিশালী নেতা ছিলেন, নামজাদা লোক ছিলেন ধরে ধরে তাদের নেতা বানালে কখনই এ সমস্যার সমাধান হবে না। একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, কংগ্রেস (ই)র অন্তর্কলহে লিপ্ত থাকায় বাম-ফ্রন্টের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে, সত্যি কথা বলতে কি তাদের সে রকম কোন শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। একটা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হওয়া কি এতই সহজ ? তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, সর্বোপরি জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে। যারা দলের নীতি মানবে না, শৃঙ্খলা মেনে চলবে না তাদের দল থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। দলকে শুধু শক্তিশালী করার প্রশ্ন নয় মর্য্যাদা বাড়ানোর দিকেও জোর দিতে হবে। সমস্ত গোষ্ঠীর যুব কর্মীদের কাজ দিতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষিত, চিন্তাশীল, অধ্যাপক, আইনজীবীদের কংগ্রেসে স্থান দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সমসেরগঞ্জ ব্লকে যে সব কর্মী সক্রিয় তাদের মধ্যে আব্দুল হামিদ সর্দ্দার অন্যতম। তিনি তাঁর কাজে ও জনপ্রিয়তা বলে কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতটিকে গত ১৯৬০ থেকে এখনও পর্য্যন্ত কংগ্রেস (ই)র দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রয়াত বিধায়ক হাজী লুৎফল হক সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। শোনা যাচ্ছে এবার জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে মুরারই-এর ডাঃ মোতাহার হোসেনকে প্রার্থী করা হচ্ছে। তিনি প্রার্থী হলে আশা করা যায় লুৎফল হক—সোহরাব গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বন্ধ হবে ! ভোট দাতাদের চিন্তা ভাবনা কিন্তু অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। তাঁরা ভাবছেন কাকে ভোট দিলে ভাল হয়। কি তাদের কাজের নজির, তাঁদের পরিচিতি বা ব্যক্তিগত চরিত্র কি রকম ইত্যাদি। ভোটদাতারা হয়তো এবার ভোট কাষ্টিং এর আগে এ গুলির উপর মূল্যায়ন করবেন বলে মনে হচ্ছে। আসলে সবই ই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশের শ্রীবৃদ্ধির মতো। জমিদার-বাবুর গোলায় ধান উঠল কিন্তু রাম, শ্যাম, যদু, মধু যেখানে থাকার সেখানেই থেকে গেল।

সম্প্রতি বহরমপুর পুর বোর্ড ও অন্যান্য কয়েকটি ইস্যুর ভিত্তিতে কং (ই) সি পি এম ও বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলনে নেমে পড়েছেন। ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসীরা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান, জেল ভরো আন্দোলনও করছেন। কিন্তু তার পরিকল্পিত কোন রূপ নেই। এখন পর্যন্ত যা হচ্ছে বিক্ষিপ্ত এবং ছড়ানো ছেটানো কিছু ব্যাপার। বিক্ষিপ্ত এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজনীতি সচেতন রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনে কোন দাগ কাটতে পারবে না। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যখন সি পি এমের মতো একটি অত্যন্ত সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দল। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু একটা করে বসলেন বা বলে ফেললেন—এগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের সুষ্ঠু ধারা নয়। এগুলি ক্ষতিকর ছেলেমানুষী। উপরন্তু এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের আস্থাভাজন হতে হলে সর্বপ্রথম নেতা ও (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

খুনের বদলা গুলি করে হত্যা

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় ব্লকের বল্লেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলশহরী গ্রামে রাজনৈতিক দলাদলিতে বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েকজন খুন হয়েছেন। এ বছর গত ৬ সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮টা নাগাদ কোরবান আলি খুন হন। খুনের কারণ সম্বন্ধে পুলিশ জানায় কোরবান সম্প্রতি সি পি এম ছেড়ে আর এস পিতে যোগ দেওয়ায় রাজনৈতিক রেষারেষিতে এই খুন। খুনী সন্দেহে পুলিশ দু'জন সি পি এম সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। এরই জেরে পরদিন ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা নাগাদ ঐ গ্রামেরই সি পি এম সমর্থক আবুল বাসারকে বেলুড়িয়া স্কুলের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে আর এস পির জনৈক সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। দুদিনে দুটি ঘটনায় এ অঞ্চলে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। ৭ সেপ্টেম্বর থেকে হানাহানি বন্ধে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে ফুলশহরী গ্রামে।

পাঞ্চ কার্ড সিষ্টেম চালুতে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ

নবারুণ পয়েন্ট ঃ ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মীদের হাজিরার জন্য পাঞ্চ কার্ড সিষ্টেম চালু করার ব্যাপারে এন টি পি সি কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এক সারকুলার জারী করেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৬ সেপ্টেম্বর থেকে নিজস্ব ফটোগ্রাফার দিয়ে প্রায় ১৮০০ কর্মীর ফটো তোলার কাজ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা একত্রিত হয়ে পাঞ্চ কার্ড প্রথা বাতিলের দাবীতে ফটো তোলায় অসহযোগিতা করছেন বলে খবর।

বাড়ী বিক্রয়

পণ্ডিত প্রেসের পেছনে পাকা রাস্তার উপর পৌনে দুই কাঠা জায়গায় দোতলা পোক্তাবাড়ী বিক্রি আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

চিত্ত মুখোপাধ্যায়
রঘুনাথগঞ্জ (চাউলপট্টি)

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জে মহকুমা হাসপাতালের নিকট ইন্দিরা পল্লীতে ৫ কাঠা বাসোপযোগী জায়গা বিক্রি হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

মৈনাক মুখার্জী
পুরাতন কনট্রোল অফিস, ফাঁসিতলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

শারদোৎসবে বাংলার তাঁতের কাপড়
এই উৎসবের মরশুমে কেনাকাটার বিষয়ে একটু অন্য রকম ভাবুন না

বাংলার হস্তচালিত তাঁতের কাপড় আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। রঙে, বুননে, নকশায় অনন্য। যন্ত্রের নৈর্ব্যক্তিক উৎপাদন নয়, মানুষের সহৃদয় ছোঁয়ায় উজ্জ্বল।

বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভার থেকে বেছে নিতে পারবেন নিজের পছন্দসই জিনিসটি, আছে বালুচরী, জামদানী, টাঙ্গাইল, ধনেখালি ও অন্যান্য শাড়ির সমারোহ। তাছাড়া মর্যাদাপূর্ণ খদ্দরের শাড়ি। আছে শালোয়ার ও কুর্তার হরেকরকম কাপড় এবং পুরুষদের জন্য রুচিসম্মত পলিয়েষ্টার সুটিং সার্টিং। আর রয়েছে বেডসিট, বেডকভার ও পর্দার কাপড়। ঘর সাজানোর জন্য পাবেন চর্ম, ধাতু ও মৃৎশিল্পের আশ্চর্য সুন্দর নিদর্শন।

হস্তশিল্পজাত সামগ্রী কেনবার সিদ্ধান্ত নেওয়া মানেই আপনি আপনার বিশিষ্ট রুচির পরিচয় দিতে চলেছেন। আর সেই সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অগণিত শিল্পীদের দিকে, আপনার সিদ্ধান্ত তাকে স্বনির্ভরতার পথে আরো একটু এগিয়ে দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মুর্শিদাবাদ

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)
PIN : 742 236

Materials Management

Ref : FS : 42 : MD : T-02/89-90 Dated : 31-8-89

CORRIGENDUM

Sub : Transportation of steel (Structural and reinforcement) from different stock yards/ various projects of NTPC to Farakka Project and vice versa.

Last date of sale of Tender documents and date of opening of bid, which were 5-9-89 and 6-9-89 are hereby extended to 15-9-89 and 16-9-89 respectively.

All other terms and conditions of the NIT will remain unaltered.

Chief Materials Manager
FSTPP/NTPC

আন্তঃ জেলা জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ আন্তঃ জেলা জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা স্থানীয় ম্যাকেঞ্জী পার্ক মাঠে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ৩ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত খেলায় পঃ বঙ্গের ৮টি জেলার খেলোয়াড়েরা অংশ নেন। খেলা চলাকালীন মাঠে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আগামী ১৫, ১৬, ১৭ সেপ্টেম্বর এখানে এস, পি, রায় ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম দিনে মুর্শিদাবাদ বনাম হুগলী, দ্বিতীয় দিনে কুচবিহার বনাম উত্তর চব্বিশ পরগণা এবং তৃতীয় দিনে উভয় দলের বিজয়ীদের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

আন্তঃ জেলা জুঃ ফুটবল প্রতিযোগিতার দলগত ফলাফল : ৩-৯-৮৯ নদীয়া ৩/মালদা ০, ৪-৯-৮৯ মেদিনীপুর ২/পঃ দিনাজপুর ০ ৫-৯-৮৯ নদীয়া ১/মেদিনীপুর ০, ৬-৯-৮৯ টাইব্রেকারে দার্জিলিং ৫/উত্তর চব্বিশ পরগণা ২, ৭-৯-৮৯ জলপাইগুড়ি ২/চন্দননগর ০, ৮-৯-৮৯ দার্জিলিং ২/জলপাইগুড়ি ০ ১০-৯-৮৯ (সেমি ফাইনাল) টাইব্রেকারে দার্জিলিং ৪/নদীয়া ২, ১১-৯-৮৯, বহরমপুরে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় মুর্শিদাবাদ দার্জিলিংকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে চাম্পিয়ন হয়।

দলে থাকা মূল্যহীন

(১ম পাতার পর)

বলে তাঁরা মনে করেন। ধান্দাবাজী ও গদিলোভী এইসব নেতৃত্বকে সমর্থন করার থেকে নির্দল হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা শ্রেয় ভেবে সদলবলে ৩০/৩৫টি পরিবারের মানুষ আর এস পি ত্যাগ করেছেন। এ সত্ত্বেও তাঁদের উপর সি পি এমের অত্যাচার সমানে চলেছে।

রহস্যজনকভাবে টাকা উধাও

(১ম পাতার পর)

গাফিলতির কথা প্রকাশ করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবী করা হয়েছে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে বিভাগীয় সুপার বা ডাইরেক্টর অথবা পোষ্টমাষ্টার জেনারেল নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন। আমরা একথাও লিখেছিলাম—এই অফিসে এজেন্টরা অফিসের ভিতরে ঢুকে সরকারী গোপন লেজার প্রভৃতি নাড়াচাড়া পর্যন্ত করেন। তার ফলে আমানতের গোপনীয়তা রক্ষা হচ্ছে না। জনৈক কর্মী অভিযোগ করেন এ সবেরই মূলে রয়েছে দলবাজী, দলবাজীর শিকার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, বদলীনীতি মানেন না, অপরাধীদের শাস্তি দিতে এমন কি কোন ব্যাপারে অনুসন্ধান করতেও ভয় পান। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন—কর্তৃপক্ষের আদেশের অনবরত অহেতুক পরিবর্তনের মধ্যেই তাঁদের মানসিক অব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে এই সমস্ত প্রশাসনিক দুর্বলতার ফলেই অপরাধীদের সাহস বাড়ছে।

সাপের কামড়ে মৃত্যু

সাগরদীঘি ঃ মনিগ্রাম ঈদগাদা বাসষ্ট্যাণ্ডে গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে জনৈক ইসলাম সেখকে সাপে কামড়ায়। খবর কুঠিপাড়ার ইসলাম সেখ ঈদগাহা বাসষ্ট্যাণ্ডে সাইকেল মেরামতের দোকান চালাতেন। ঘটনার দিন রাতে তিনি দোকানের বেঞ্চে ঘুমিয়ে থাকার সময় তাঁকে সাপে কামড়ায়। মনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁরা রোগীকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দলিল লেখক গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৭ সেপ্টেম্বর স্থানীয় থানার ওসি দলিল লেখক দীপক বর্মণকে গ্রেপ্তার করেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বেনামসের এক জালিয়াতির ঘটনায় সেখানকার কোর্টের ওয়ারেন্টে শ্রীবর্মণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শিক্ষক দিবস পালন

বাড়ালা ঃ ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন ও শিক্ষক দিবস গত ৫ সেপ্টেম্বর স্থানীয় রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পালন করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত সভায় সভাপতিত্ব ও ডঃ রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ সোহরাব। শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন মোঃ সোহরাব, সন্তোষ ব্রহ্মচারী, হেমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, আলীবর্দ্দী মিঞা, শিশির মণ্ডল, রথীন সিংহ রায়, সঞ্জীব ঘোষ, তুলাল সাহা এবং ছাত্র রাজেন ব্যানার্জী।

আসন্ন নির্বাচন

(২য় পাতার পর)

কর্মীদের ভদ্র হতে হবে। নিজেদের আত্মকলহ মেটাতে না পারলে আন্দোলনে নেমে দলের কোনও লাভ হবে না। মুখে বলবো—আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল, আর কার্যক্ষেত্রে বামপন্থীদের মতো আন্দোলনের নামে হাঙ্গামা করবো—এভাবে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না, যাবে না, এটা মনে রাখার দিন এসেছে।

গুণ্ডামীর অভিযোগ

(১ম পাতার পর)

ঘটনায় রহস্যজনক ভাবে নিষ্ক্রিয় রয়েছে। খবরে জানা যায় সামাইনের শরীরের আঘাতের জন্য হাসপাতালে মোট একশ এগারোটি সেলাই দিতে হয়েছে। সৈয়দ হাবিবুল্লাহর অভিযোগ, থানায় এফ আই আর করা সত্ত্বেও সি পি এমের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে রক্ষা করতেই থানা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তার ফলে গ্রামের কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

'দমাদম মস্ত্ কালান্দর'
লিমকা-র তো
পয়লা নম্বর !

লিমকাঃ
ভারতের ১ নম্বর সফ্ট্ ড্রিংক

ARTIFICIALLY FLAVOURED. CONTAINS NO FRUIT JUICE OR FRUIT PULP.

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস — হইতে অনুত্তর পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।